WBMDFC

KNOWLEDGE SERIES I

ভগিনী নিবেদিতা

মুখবন্ধ

সমাজ ইতিহাসের ধারায় দেখা গেছে কিছু কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়-এর দ্বারা অনন্য হয়ে ওঠেন। সততা, মুক্ত চিন্তা ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাদের ব্যক্তিত্ব নিজ প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ। 'পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম' বিগত দিনের বাংলার কয়েকজন মনীষীর জীবন ও কর্মসাধনার বিবরণ (WBMDFC-Knowledge Series) একটি স্বল্প দৈর্ঘের তথ্যচিত্র ও পুস্তিকার মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। এদের কর্মসাধনা ও জীবনব্রত পাঠে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অবশ্যই অনুপ্রাণিত হবে বলে আমাদের ধারণা। এই মহৎপ্রাণ মানুষদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের মাধ্যমে।

ডঃ পি.বি.সালিম, আই.এ.এস
চেয়ারম্যান
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

ভূমিকা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা গেছে কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় এবং ত্যাগ দ্বারা হয়ে ওঠেন কালজয়ী। মুক্ত চিন্তা ত্যাগ ও মানবজাতির সেবার মাধ্যমে তাদের কাজ চিন্তাভাবনা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম এরূপ মনীষীগণের জীবন ও কর্মসাধনা এ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। WBMDFC-Knowledge Series বিভাগে প্রথম চারজন মনীষী হাজি মহম্মদ মহসিন, ডঃ হাসান সোহরাওয়ার্দী, তিতুমির ও ভগিনী নিবেদিতার কর্মসাধনা অতি সংক্ষেপে এ বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা আশা রাখি এই পুস্তিকাটি পড়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উপকৃত হবে।

মৃগাঙ্ক বিশ্বাস, ডব্লিউ.বি.সি.এস (এক্সিকিউটিভ)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

ভগিনী নিবেদিতা

ড. তাপস বসু

প্রকাশকাল
মিলন উৎসব
ফেব্রুয়ারি, ২০২০

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

ভগিনী নিবেদিতা

বিদেশ থেকে আমাদের ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময় কত শত বিদ্বৎজন এসেছেন আবার ফিরেও গেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ভারতভগিনী নিবেদিতা। যিনি ভারতবর্ষের কল্যাণে, ভারতবর্ষের নারীশিক্ষা প্রসারে, স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের অনুপ্রেরণা জোগাতে, স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে বিদেশ থেকে এসেছিলেন এবং এদেশের ধর্ম-আধ্যাত্মিকতা -প্রকৃতি-ঐতিহ্য প্রভৃতি ভালোবেসে এদেশেই থেকে গেছেন আমৃত্যু। ভারতবর্ষ থেকে ফিরে যাননি তিনি, যেতেও চাননি, যাওয়াও হয়নি তাঁর। তাঁর নতুন জন্মান্তর, ধর্মান্তর এবং নামান্তর ঘটেছিল এদেশের শিল্প সংস্কৃতি-সাহিত্য সৃজনে এবং নবজাগরণে। তাই নিবেদিতা এক অনন্য ভূমিকায় বিরাজমান। তাঁর মতো ভারত অনুরাগিণী-ভারতপ্রেমী-ভারতসেবিকা, সর্বোপরি ভারতবর্ষের জন্যে উৎসর্গীকৃত-জীবন সত্যিই নজিরবিহীন।

।। ২ ।।

নিবেদিতার আসল নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত উত্তর অ্যায়ারল্যাণ্ডের ড্যাঙগ্যানন শহরে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ২৮ অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের পরিবার ছিল ধর্মপরায়ণ। তাঁর পিতা স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোবেল। তিনি ছিলেন এক গির্জার ধর্মযাজক। মা হলেন—মেরি ইসাবেল। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। পিতার মৃত্যুর পর মাতামহ হ্যামিলটনের অভিভাবকত্বে তিনি বড় হয়ে ওঠেন। সেই হ্যামিলটন ছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী। পারিবারিক জীবনে তিনি অর্জন করেছিলেন সত্যনিষ্ঠা, জাগ্রত হয়েছিল ধর্মের প্রতি অনুরাগ। একই সঙ্গে তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল দেশাত্মবোধ এবং অ্যায়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য

প্রবল আগ্রহ। তাঁর শৈশব-কৈশোরের জীবন অতিবাহিত হয় চার্চের অধীন লণ্ডনে এক বোর্ডিং স্কুলে। কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে বড় হয়ে ওঠেন তিনি। ছাত্রী হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। পাঠ্যক্রমের বাইরেও তিনি নানা বিষয়ে পড়াশুনা করতেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, কলাবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ।

তিনি ছিলেন ভাইবোনেদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা। তাই পিতৃহারা জীবনে তাঁকে সংসারের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। বিদ্যালয় জীবন সমাপনের অল্পদিনের মধ্যেই উইম্বলডনে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে শুরু করেন। শিক্ষয়িত্রী রূপে নানা স্থানে তাঁর পরিচিতি বিশেষভাবে গড়ে ওঠে। শিক্ষকতার পাশাপাশি নানা পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করে বিদ্বৎজনের মধ্যে সাড়া ফেলে দেন। আবার এর পাশাপাশি চার্চের অধীনে সেবাকাজেও অংশ নেন। চার্চের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত হলেও তিনি তাঁর ধর্ম-জিজ্ঞাসার সদুত্তর সংশ্লিষ্ট চার্চ ও ধর্মযাজকদের কাছ থেকে খুঁজে না পেয়ে ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। এই হতাশা দূর হয়েছিল লণ্ডনের স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসার মধ্যে দিয়ে।

।। ৩ ।।

শিকাগো ধর্মমহাসভায় (১৮৯৩) বিরাট সাড়া জাগিয়ে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-ইতিহাস-সংস্কৃতি বিষয়ে বিভিন্ন বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জনের পর তিনি যখন ইংল্যাণ্ডের রাজধানী লণ্ডনে আসেন তখন অর্থাৎ ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে এক সন্ধ্যায় ভারতীয় বেদান্ত দর্শন বিষয়ে একটি ঘরোয়া সভায় বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। মার্গারেট নোবেল একটি সূত্রে খবর পেয়ে উপস্থিত হন সেই সভায়। এটাই প্রথম দর্শন। স্বামী বিবেকানন্দের আলোচনা এবং অমোঘ ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি সেদিন। সেই মুগ্ধতাই তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বিবেকানন্দের অন্যান্য বক্তৃতা-আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের ক্লাসে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সভায় গিয়ে-উপস্থিত থেকে তিনি যেমন বিভিন্ন বিষয়ে শুনতেন এবং নিজে নানা বিষয়ে সংশয় দূর করবার জন্যে ক্রমাগত প্রশ্ন করতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর হতাশা দূর হল এবং তিনি বুঝেছিলেন, চিনেছিলেন তাঁর চলার পথ। স্বভাবতই স্বামী

বিবেকানন্দকে গুরু রূপে বরণ করা ছিল সময়ের অপেক্ষা। বিবেকানন্দও মার্গারেট নোবেলের আগ্রহ, মেধা, সত্যনিষ্ঠা, মানবিক চিন্তাভাবনা এবং সেবাপরায়ণতার পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রতি বিশেষ আগ্রহী হলেন। তিনি পরাধীন ভারতবর্ষে নারী শিক্ষা-সচেতনতা, দুর্গত মানুষজনেদের মধ্যে সেবাকাজ এবং ভালোবাসায় পরিপূর্ণ নিবেদিতপ্রাণ এমনই একজন নারীর খোঁজ করছিলেন। তাই তাঁকে ভারতবর্ষে যাওয়ার জন্যে প্রদীপ্ত আহ্বান জানালেন বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দের আহ্বানে মার্গারেট নোবেল ভারতবর্ষে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইলেন। বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তনর পর নিবেদিতা চিঠি লিখলেন ভারতবর্ষে আসার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। কিন্তু বিবেকানন্দ প্রথমে অনুমতি দেননি কেননা তিনি জানতেন যে মার্গারেট একটি শিক্ষিত স্বাধীন দেশ থেকে পরাধীন, অল্প শিক্ষিত, বেশিরভাগ অজ্ঞ, অপরিচ্ছন্ন মানুষের দেশে পৌঁছলে খুব একটা স্বস্তি অনুভব করবেন না। হয়তো তিনি এদেশে দুঃখ-দুর্দশা, অপরিচ্ছন্নতা দেখে শেষ পর্যন্ত ফিরেই যাবেন। তাই তাঁকে সাবধান করে চিঠি লিখলেন এবং তাঁকে এদেশের সার্বিক পরিস্থিতির কথা জানালেন। এখানে এলে তাঁর অসুবিধা হবে, থাকতে পারবেন না, তাঁর স্বদেশের মতো জীবনযাপন এখানে সম্ভব হবে না ইত্যাদি বিষয়ে সতর্ক করলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই তথ্যটিও জানালেন যে তাঁর মতো তেজস্বিনী সিংহীর আজ ভারতবর্ষের প্রয়োজন। তাঁর হৃদয়ে যে করুণা ও মানবিকতা বিরাজমান, তা গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয়। তাই তিনি জানালেন যে, ভারতবর্ষে তাঁর মতো একজন সিংহী নারী এবং শত শত বুদ্ধের করুণায় আর্দ্র হৃদয়ের অধিকারিণী—তাকেই প্রয়োজন। উল্লেখ করলেন যে, যদি কখনও মার্গারেট এদেশে আসেন তবে বিবেকানন্দ তাঁর পাশে থাকবেন এবং তাঁকে সুপরামর্শ দেবেন।

প্রচণ্ড দুঃসময়ে একখানা রুটি জুটলে তার আধখানা নিবেদিতা অবশ্যই পাবেন। একদিকে নানান প্রতিবন্ধকতার কথা, অন্যদিকে তাঁর উপস্থিতির অনিবার্যতার উল্লেখ—এই দু'য়ের টানাপোড়ন সরিয়ে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষে পৌঁছালেন নিবেদিতা ১৮৯৮-এর ২৮ জানুয়ারি। তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের এক ভাড়া বাড়িতে।

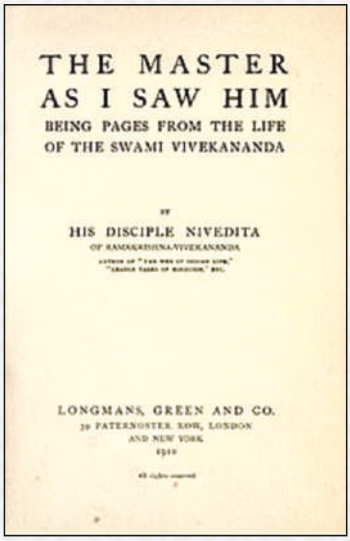
THE MASTER
AS I SAW HIM
BEING PAGES FROM THE LIFE
OF THE SWAMI VIVEKANANDA

BY
HIS DISCIPLE NIVEDITA
OF RAMAKRISHNA-VIVEKANANDA

LONGMANS, GREEN AND CO.
39 PATERNOSTER ROW, LONDON
AND NEW YORK
1910

।। ৪ ।।

ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণে শিক্ষা, বিশেষ করে নারী-স্ত্রী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। কলকাতায় যেখানে ছিল তাঁর বাসগৃহ সেই বাগবাজার অঞ্চলের ১৬, বোসপুকুর লেন-এ তিনি শুরু করলেন তাঁর অভীপ্সিত স্কুল।

বিবেকানন্দের মত তিনি বুঝেছিলেন নারীরা শিক্ষিত-সচেতন না হলে সামাজিক কুসংস্কারের জগদ্দল পাথরটাকে টলানো যাবে না। গুটিকয়েক মেয়ে নিয়ে নিবেদিতার যে স্কুল শুরু হয়েছিল, তার পল্লবিত-প্রসারিত রূপটি তো আজ আমরা দেখতে পাই। কিন্তু তার শুরুটা তো সহজ ছিল না! মেয়েদের পড়ানোকে ঘিরে পরিবারের কুসংস্কার নিবেদিতার উদ্যমকে প্রতিহত করতে লাগলো। নিবেদিতার অবস্থান, স্কুল পরিচালনায় দেখা দিল স্থানাভাব, অর্থাভাব ও প্রতিকূল অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। কিন্তু উদ্যোগ যদি আন্তরিক হয়, তবে প্রাথমিক উপকরণের অভাবকে জয় করেই সে এগোতে পারে। বাগবাজারের অলিতে-গলিতে ঘুরে ছাত্রীসংগ্রহ করেছেন তিনি। অভিভাবকদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন অশিক্ষা জীবনকে কতটা খর্ব করতে পারে। শ্রীমা সারদার পূর্ণ সমর্থন ও সহায়তা পেয়েছেন তিনি তাঁর এই কাজে। মেয়েদের সাহিত্য-ভাষা-ইতিহাস-ভূগোল যেমন শেখাতেন, তেমন তিনি তাদের রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী হাতের কাজেও উৎসাহ

দিতেন। যাতে তারা দ্রুত স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। স্কুলের জন্য অর্থ প্রয়োজন, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ চাই, চাই কিছু পুষ্টিকর খাদ্য। সংবাদপত্র-সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে অর্থ সংগ্রহ করতেন তিন। সামান্য অর্থ, পরিশ্রম বেশি—তা থেকেই ছাত্রীদের জন্যে ফল-মিষ্টি আনতেন। নিজের হাতে পরিবেশন করতেন। ছাত্রীরা যাতে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য—সনাতন আদর্শকে প্রাধান্য দেয়, সেই চেষ্টাই করতেন তিনি প্রতিনিয়ত।

।। ৫ ।।

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিজ্ঞানচর্চায় এক প্রগতিশীল অভিমুখিনতা এনে দিয়েছিলেন নিবেদিতা। সমসাময়িক মানুষজন যারা উনিশ শতকের নবজাগরণের আলোয় নিষ্ণাত, তাঁরা প্রায় সবাই এসেছেন তাঁর কাছে। তাঁর পরামর্শ নিয়েছেন। নিজেদের কাজকর্মের ক্ষেত্রটি তাঁর কাছে মেলে ধরেছেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলার জাতীয় ধারার শিক্ষা আন্দোলনের ভাবভূমি প্রস্তুতিতে নিবেদিতার অবদান বিস্মৃত হবার নয়। বিবেকানন্দের কাছ থেকে নিবেদিতা লিখেছেন ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংস্কৃতির মূল সূত্রগুলি, সেই চিন্তা-চেতনা নিবেদিতা নতুন ধারার ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে প্রসারিত করিয়ে দিলেন। ই.বি. হ্যাভেল, অবনীন্দ্রনাথ, কুমারস্বামী তো বটেই; নন্দলাল বসু, অসিত কুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—যাঁরা সেইসময় শিল্পকলা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, তাঁদেরও তিনি ভীষণভাবে উৎসাহ দিতেন ভারতবর্ষের দেশজ শিল্পকলা ও রীতিকে সাঙ্গীকরণে। শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধনের জন্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন গুহা-মন্দিরে তিনি তাঁদের পাঠিয়েছেন। মন্দিরের স্থাপত্য-ভাস্কর্য, চিত্রকলা সরেজমিনে নিরীক্ষণের জন্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেয়েদের গৃহশিক্ষিকতা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন নিবেদিতাকে। নিবেদিতা প্রতীচ্য ভাবনায়, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষা দিতে রাজি হননি। শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের অনুরোধও তিনি রাখেননি।

।। ৬ ।।

বিজ্ঞানচর্চায় নিবেদিতা অপরিসীম উৎসাহ দিয়েছেন জগদীশচন্দ্র বসুকে। তাঁর প্রবন্ধাদি তিনি সম্পাদনা করে দিতেন। দেশ-বিদেশের

বহু পত্রপত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান গবেষণার বিভিন্ন দিক তুলে ধরতেন—যাতে মানুষ বিষয়গুলি জানতে পারে। জগদীশচন্দ্রের তিনটি গ্রন্থও সম্পাদনা করেছিলেন তিনি। লণ্ডন থেকে ডি.এস.সি উপাধি লাভ করা জগদীশচন্দ্রকে প্রতি পদে পদে লাঞ্ছিত হতে হত। পরাধীন দেশের মানুষ বলে নিবেদিতা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এই ব্যথা-যন্ত্রণার উপশম ঘটাতে। বিজ্ঞানচর্চাকে বিবেকানন্দ কী পরিমাণে গুরুত্ব দিতেন তা জানা ছিল নিবেদিতার। সন্তানস্নেহ দিয়েছিলেন তিনি এই বিজ্ঞানসাধককে। শুধু জগদীশচন্দ্রই নন, তাঁর স্ত্রী লেডি অবলা বসুও ছিলেন নিবেদিতার বিশেষ স্নেহভাজন। 'Living and Non-living', 'Plant Response Comparative Electro-Physiology' গ্রন্থগুলি প্রকাশে নিবেদিতা সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন জগদীশচন্দ্রকে। 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠায় তাঁর সাহায্যের কথা বলতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র বলেছেন—'যে, বজ্রের মতো মেঘের আড়াল থেকে শক্তি নির্গত করেছেন নিবেদিতা।' জামশেদজী টাটার বিজ্ঞানের ইন্সটিট্যুশন নির্মাণেও আছে নিবেদিতার পরোক্ষ সহায়তা। ভারতসেবায় নিবেদিতাকে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাদের মধ্যে লেডি অবলা বসু অবশ্যই অন্যতম।

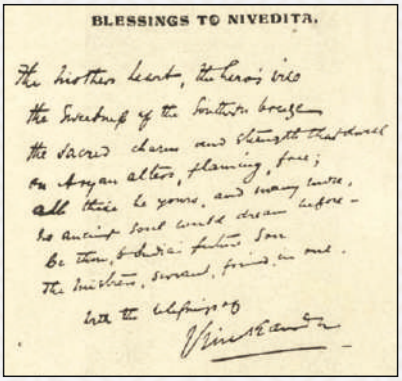
BLESSINGS TO NIVEDITA.

The brother's heart, the hero's life
the Swadeshi of the Southern breeze
the sacred charm and strength that shield
the Aryan altars, flaming, free;
all these be yours, and many more,
the ancient soul could dream before —
Be thou, Sudhira, future Son
the brother, servant, friend in one.
With the blessings of
Vivekananda

জগদীশচন্দ্রের সূত্রেই নিবেদিতার সঙ্গে আলাপ হয় প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের। আর তারপরেই মডার্ন রিভিউ মাসিকপত্রে নিবেদিতা নিয়মিত লেখালেখি শুরু করেন। ১৯০৭ ও ১৯০৮-এ তিনি মডার্ন রিভিয়ুতে অনেকগুলি বই-এর রিভিউ লেখেন। 'Function of Art in shaping Nationality'—এই সময়ে লিখিত প্রবন্ধ—যা তৎকালীন শিল্পী ও শিল্প সমালোচনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। Havell-এর 'Indian Sculpture and Painting'-এর আলোচনা করেন মডার্ন রিভিউতে ১৯০৯-এর

অক্টোবরে। ১৯০৯-এ আনন্দকুমার স্বামীর লেখা 'Essays in National Idealism'-এর রিভিউ লিখেছিলেন নিবেদিতা মডার্ন রিভিউতে।

।। ৭ ।।

নিবেদিতার পড়াশুনা ছিল বহুধা বিস্তৃত। ভারতের অর্থনীতি বিষয়েও তাঁর আগ্রহ ছিল। আর এদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস জানার সূত্রেই তিনি পরিচিত হন, —অর্থনীতিবিদ রমেশচন্দ্র দত্ত, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, সমাজবিজ্ঞানী বিনয়কুমার সরকার প্রমুখের সঙ্গে।

ইতিহাস ছিল নিবেদিতার ভীষণ পছন্দের বিষয়। তাঁর স্কুলে তিনি ছাত্রীদের দেশ বিদেশের ইতিহাস গল্পচ্ছলে শোনাতেন। ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণে গৌরবময় ঐতিহাসিক পটভূমিটি যদি উপেক্ষিত হতে থাকে তবে তার থেকে দুঃখের আর কীই বা থাকে। সাহিত্য-ইতিহাস-স্থাপত্য-শিল্পকলার উন্নয়নে দেশ একদিন তার হৃত গৌরব ফিরে পাবে একথা বিশ্বাস করতেন নিবেদিতা। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র সেন, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়কে তিনি নিয়ত উৎসাহ দিয়েছেন। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থটি পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখে দিয়েছেন—পরিমার্জনা করেছেন কোথাও কোথাও। নিজের লেখালেখির ক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্র সেন সবসময় নিবেদিতার মতামতকে গুরুত্ব দিতেন। নিবেদিতার লেখা 'A Note On Historical Research' -এখনও বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। বর্তমানে এবং আগামী দিনে সাহিত্য, শিল্পের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা যাঁরা করবেন, তাঁদের কাছেও এই বই খুবই মূল্যবান।

নিবেদিতা বাংলাভাষা লিখেছেন গভীর অভিনিবেশে। রামপ্রসাদের গান অনুবাদ করেছেন। নিবেদিতাই প্রথম রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ইংরেজি অনুবাদ করেন। 'দেনাপাওনা' এবং 'ছুটি' এই দু'টি গল্পের অনুবাদ করেন নিবেদিতা। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রথম যে আন্তর্জাতিক সঙ্কলন ১৯১৬তে ম্যাকমিলান কোম্পানি প্রকাশ করেছিল, সেখানে তেরোটি গল্পের মধ্যে নিবেদিতার অনূদিত গল্পটি হল 'The Cabuliwala'।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'লোকমাতা' নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মাতৃভাব প্রসঙ্গে লিখেছেন, ''তিনি যখন বলতেন, 'Our

People'-তখন তাঁর মধ্যে যে আত্মীয়তার সুরটি লাগত আমাদের কারো গলায় তেমনটি তো লাগে না।" দুঃস্থ মানুষজনের সাথে তিনি যখন সহজভাবে মিশতেন, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, ঠিক একইভাবে সেই সময়ের শীর্ষস্থানীয় মানুষজনের সঙ্গেও তিনি সহজ স্বচ্ছন্দ যোগাযোগ রাখতে পারতেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আনন্দমোহন বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মতিলাল ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ নীলরতন সরকার, তারকনাথ পালিত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কে নেই এই তালিকায়! সরোজিনী নাইডুর সঙ্গেও তাঁর খুব সুন্দর সম্পর্ক ছিল। এই প্রখ্যাত ব্যক্তিদের অনেকেই ভাব বিনিময়ের উদ্দেশ্যে নিবেদিতার বাগবাজারের সেই ছোট্ট ঘরটিতে আসতেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সেখানেও প্রাথমিক পর্বে নিবেদিতার বহু প্রয়াস বিশেষ লক্ষণীয়। দেশ-বিদেশে—অর্থ সংগ্রহ—প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সেবাকাজে অংশগ্রহণ এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণবিভায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাইদের সঙ্গেও তাঁর ছিল স্নেহমধুর সম্পর্ক।

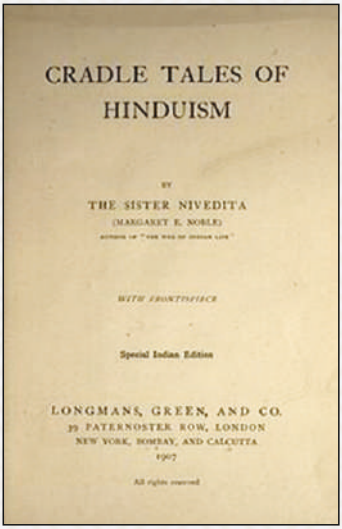
CRADLE TALES OF HINDUISM

BY

THE SISTER NIVEDITA

(MARGARET E. NOBLE)

WITH FRONTISPIECE

Special Indian Edition

LONGMANS, GREEN, AND CO.

39 PATERNOSTER ROW, LONDON

NEW YORK, BOMBAY, AND CALCUTTA

1907

All rights reserved

।। ৮ ।।

পরাধীনতার যন্ত্রণা যে সুদূরপ্রসারী—তা জানতেন আয়ারল্যাণ্ডের মারগারেট। তাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার লক্ষে যে সব সংঘ এবং প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তাদের সঙ্গেও তাঁর গভীর সংযোগ ছিল। নিজের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বইপত্র পড়তে দিতেন তিনি ঐ সব সংঘের সদস্যদের, —সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও অর্থ সাহায্য করতেন।

প্রেরণা-প্রণোদনা এসব কিছুর মূর্তিমতি রূপ ছিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ও তাঁর ভাই বারীন্দ্র ঘোষের নাম স্মরণ করতে হয়। 'ইয়ং মেনস হিন্দু ইউনিয়ন কমিটি', গীতা সোসাইটি, দ্য ডন সোসাইটি, অনুশীলন সমিতি এবং দ্য বিবেকানন্দ সোসাইটি অনেক অংশে নিবেদিতার নির্দেশনায় পরিচালিত হত। অরবিন্দের 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন তিনি—জাতীয়তাবোধের জাগরণে এই সব লেখাপত্র স্ফুলিঙ্গের কাজ করেছে। পরে এই পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন তিনি। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক র‍্যাটক্লিফের সহায়তায় ভারতবর্ষের পরাধীনতার রূপ ও পরিত্রাণের উপায় নিয়ে তিনি পাশ্চাত্যের কাগজপত্রেও মতামত প্রকাশ করেছেন বলিষ্ঠভাবে।

যে প্রসঙ্গটি আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না, সেটি হলো নিবেদিতার সেবাব্রত। পরাধীনতার অন্ধকারে ডুবে থাকা ভারতবর্ষে তিনি আলোকবর্তিকার মতোই এসেছিলেন। ১৮৯৯এ গুরু বিবেকানন্দের নির্দেশ শিরোধার্য করে গুটিকয় যুবককে সঙ্গে নিয়ে উত্তর কলকাতার অপরিসর পথঘাট ঝাঁটা হাতে পরিষ্কার করেছেন। বস্তিতে ঘুরে-ঘুরে শিশুদের আর তাদের অপুষ্ট অল্পবয়সি মায়েদের নিজের হাতে সাধ্যমত পরিচর্যা করেছেন। ১৯০৫ এর পূর্ববঙ্গের ভয়াবহ বন্যায়, মানুষের জীবন যখন বিপর্যস্ত তখন সেই দুর্দিনে নৌকো করে বন্যা কবলিত মানুষের ভেসে যাওয়া ঘরে ঘরে গেছেন প্রকৃত 'শিখাময়ী' হয়েই নিবেদিতা। অন্তর দিয়ে তাদের ভালবেসেছেন। শুধু বৌদ্ধিক মেধা-মনন নয়—ধীশক্তিই নয়—এইসবের উপরে ছিল নিবেদিতার একটি বড় মন—যে মনের ধারণ শক্তি ছিল সাধারণের থেকে অনেক বেশি, যে মনের সম্প্রসারণ শক্তিতে দূর নিকট হত, ধর্ম বর্ণ সরে যেত, পুরুষ নারীর ভেদাভেদ মুছে যেত, কুসংস্কারের অন্ধকার মিলিয়ে পঞ্চদীপ্ত চৈতন্যের প্রভাই সত্যস্বরূপ হয়ে উঠত।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ১৩ অক্টোবর শৈলশহর দার্জিলিং-এ নিবেদিতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, মাত্র ৪৪ বছর বয়সে। তাঁর জন্মের পূর্বে এক খ্রিস্টান ধর্মযাজক এবং অব্যবহিত পরে এক ভারতীয় যোগী ঘোষণা করেছিলেন, —মার্গারেট ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে যাবেন এবং সেখানকার মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করে দেবেন। তাঁর মৃত্যুতে সেই কথায়ই সত্য হয়ে উঠল রৌদ্রস্নাত হয়ে।

বিদ্বৎজনেদের দৃষ্টিতে নিবেদিতা

● নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোনো প্রকার বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব য়ুরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয়স্বজনের স্নেহমমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগ স্বীকারের অভাব কিছুতেই তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই। ....পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড় জিনিস, আমরা যাহা কিছু পাই তাহা বিনামূল্যেই পাইয়া থাকি, তাঁহার জন্য দরদস্তুর করিতে হয় না। মূল্য চুকাইতে হয় না বলিয়াই জিনিসটা যে কত বড় তাহা আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতেই পারি না। ভগিনী নিবেদিতা আমাদিগকে যে জীবন দিয়া গিয়াছেন তাহা অতি মহৎ জীবন। এই আত্মবিসর্জনকে অত্যন্ত অসংকোচে নিতান্তই আমাদের প্রাপ্য বলিয়া অচেতনভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না। ইহার পশ্চাতে কত বড় একটা শক্তি, ইহার সঙ্গে কী বুদ্ধি, কী হৃদয়, কী ত্যাগ, প্রতিভার কী জ্যোতির্ময় অন্তর্দৃষ্টি আছে তাহা আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

● তোমার মধ্যে একটা জগৎ আলোড়নকারী শক্তি রয়েছে, ধীরে ধীরে আরও অনেক শক্তি আসবে। আমরা চাই জ্বালাময়ী বাণী এবং প্রাচ্যের জ্বলন্ত কর্ম। হে মহাপ্রাণ, ওঠো, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে?

বিবেকানন্দ

● নিবেদিতা চলিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে গেলে চোখের জলের কালি দিয়া না লিখিলে সে লেখা সম্পূর্ণ হয় না। তিনি যে আমাদের ছিলেন, তিনি যে ভারতবর্ষকে কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, সে কথা আমরা এখন অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিতেছি।

সরলাবালা সরকার

● নিবেদিতার মহাপ্রাণতা ও ত্যাগের কথা আমরা ধারণা করিতে পারিব না। দেশ উপযুক্ত হইলে তাঁহার মূল্য বুঝিবে। কতদিন তাঁহার সহিত গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিয়াছি একটি পুতুল বা একটুকরা পাথর দেখিয়া বিহ্বল হইয়া কি সৌন্দর্য, প্রাচীন ভারতের কি গৌরব তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাইতেন আমরা তাহা দেখিয়া অবাক হইতাম। এই পরাধীন দেশে জন্মিয়া আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

জগদীশচন্দ্র বসু

● প্রতিদিনের জীবনে যা দেখেছি, সেই বিশেষ নারী প্রকৃতির দিক থেকেই নিবেদিতার কথা আমি বলছি। পূর্ণ তপস্যা আর ন্যায়েষণা তাঁকে বেষ্টন করে থাকত পবিত্র অগ্নির মতো, তাঁকে আলোকিত করতো। অন্যেরা বিরাট নৈতিক ও মানসিক শক্তি রূপে তাঁকে জানবে। এদেশের প্রয়োজনের ফলে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল, ঐ শক্তির ঐশ্বর্য নিয়ে। তাঁর মতো সম্পূর্ণ আত্মবিলয় আমি কোথাও দেখিনি।

লেডি অবলা বসু

● ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিয়া নিবেদিতা ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। ভারতের শিক্ষা কি, সাধনা কি, সমাজের মর্মকথা কি, তাহা তিনি তেমন করিয়াই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। যেমন করিয়া বুঝিলে আমরা যথার্থ ভারতীয় হইয়া উঠিতে পারি—এক বিদেশিনীর পক্ষে ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

● ভারতীয় অনেক রীতিনীতি আমরা জন্মাবধি দেখিয়া আসিতেছি বলিয়া অভ্যাসবশত উহার ভিতরকার গূঢ় তত্ত্ব ধরিতে পারি না, উহার প্রাণ ও অর্থ খুঁজিয়া পাই না, এসব বিষয়ে নিবেদিতার অন্তর্দৃষ্টি ছিল.....অনেক সময় অনেক রীতিনীতি, ক্রিয়াকলাপ, অনুষ্ঠানের মজ্জাগত প্রাণের যে সন্ধান, তাহা আমরা পাই না।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

● তিনি রাস্তায় সাহেবদিগকে গ্রাহ্য করিতেন না, কিন্তু বাঙ্গালীদিগকে খুব সম্মান দেখাইতেন। ....তিনি ভারতবর্ষের নিকট নিজেকে নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতবাসীদের সকলকে ভাই

বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এইজন্য ভগিনী নিবেদিতা নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এদেশের লোকদিগকে পাশ্চাত্য জগতের লোকেরা ঘৃণার চোখে দেখেন, এইটি তিনি কখনোই সহ্য করিতে পারিতেন না।

দীনেশচন্দ্র সেন

- ইতিহাস, জাতিবিজ্ঞান, চারুকলা সর্বত্র আমাদের আধুনিক গবেষণাকে অগ্রসর করিবার জন্য, উৎসাহ দিবার জন্য, —সমালোচনা ও সংশোধন করিবার জন্য নিবেদিতা সর্বদা আগ্রহশীল ছিলেন। মডার্ন রিভিউ-এর স্থাপনকার (১৯০৭) হইতে তাঁহার দেহত্যাগ (১৯১১) পর্যন্ত তিনি ঐ পত্রিকায় চিত্রকল-সমালোচক রূপে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অন্যান্য শিল্পীদের দেখাইয়া দিতেন—কি বর্জন করিতে হইবে এবং কোন পথ অনুসরণ করিতে হইবে। সবকিছুর পেছনে তাঁহার মনের প্রেরণা ছিল অকপট দেশসেবা অর্থাৎ ভারতবর্ষের গুণকীর্তন।

যদুনাথ সরকার

- 'সুন্দরী সুন্দরী' কাকে বলে তোমরা জানোনা; আমার কাছে সেই সুন্দরী একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা—সেই চন্দন দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল। নিবেদিতা যেন সুন্দরের পরকাষ্ঠা। সাজগোজ ছিল না, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয়, তেমনি ধীর-স্থির মূর্তি তাঁর। কাছে গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেত।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- নিবেদিতার মুখে এমন একটা তেজস্বিতা—দীপ্তি, পবিত্র মুখশ্রী আমি দেখেছি যা সচরাচর চোখে পড়ে না; একবার দেখলে যা কখনো জীবনে ভুলতে পারা যায় না। তাঁর কাছে আমরা এতো উৎসাহ পেয়েছি যে বলবার নয়।

নন্দলাল বসু

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
শ্রীমতী দেবশ্রী বসু, অমিত মণ্ডল, ডঃ রাতুল গোস্বামী

লেখক পরিচিতি
ড. তাপস বসু
নিবন্ধক, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়,
প্রাক্তন অধ্যাপক, কল্যাণী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষক।

Helpline

1800 120 2130

Visit Us at

http://www.wbmdfc.org/

WEST BENGAL MINORITIES DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION

(A Statutory Corporation under MA & ME Department, Govt. of West Bengal)

"AMBER" DD-27/E, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-700064

Printed at : Digital Graphics, 9830829976